FEB. 1 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃঃ 7 কলাম ... 8 ...

নেপথ্য কাহিনী

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির পিছনে পঞ্চপাণ্ডবের হাত—

মাসুদ কামাল

পাঠ্যপুস্তকের চলমান ভয়াবহ সঙ্কটের পিছনে বেক্সিমকো গ্রুপ ছাড়াও টেক্সটবুক বোর্ডের বেশ কয়েক দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিএনপিদলীয় সাবেক এক সংসদ সদস্যের নাম, যিনি আবার মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্নজনের মুখে দায়ী হিসাবে দীর্ঘ তালিকার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জনের নামই এসেছে। আখ্যায়িত করা হচ্ছে তাদেরকে পঞ্চপাণ্ডব

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির

(প্রথম পাতার পর)

হিসাবে। বলা হচ্ছে, এই পঞ্চপাণ্ডবের ষড়যন্ত্রেই তছনছ হয়ে যাচ্ছে দেশের কোমলমতি আড়াই কোটি শিক্ষার্থীর জীবন।

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির জন্য মন্ত্রণালয়, টেক্সটবুক বোর্ড এবং বেক্সিমকোর নাম এখন উচ্চারিত হচ্ছে সর্বমহলে। কোন প্রকার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে আট কোটি বই প্রকাশের দায়িত্ব কি করে দেয়া হলো— তা আজও এক রহস্য। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার এযাবতকালের ইতিহাসে এ রকম একচেটিয়া কাজ প্রদানের ঘটনা আর নেই। বেক্সিমকোর তিনটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এত বিপুলসংখ্যক বই মুদ্রণ ও বাজারজাতের দায়িত্ব টেন্ডারের মাধ্যমে পায়। কিন্তু বাস্তবে তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে মর্মান্তিকভাবে। দেশের অধিকাংশ জেলা উপজেলাতেই এখনও পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নতুন বই পৌঁছেনি। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে সামান্য কিছু সরবরাহ করা হলেও তা মরুভূমিতে জলকণার মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে নিমিষেই। মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই গত নবেম্বরের ৩০ তারিখের মধ্যে প্রকাশ ও বাজারজাত করার জন্য বেক্সিমকো গ্রুপ চুক্তিবদ্ধ থাকলেও তার পরের দু'মাসের মধ্যেও তারা তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। বুধবার পর্যন্ত ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১৪টি বিষয়ের বই, তাও আবার প্রয়োজনের ১০ শতাংশ তারা বাজারে ছাড়তে পেরেছে। বাকি সব বই পর্যাপ্ত পরিমাণে কবে আসবে বাজারে তা বলতে পারছেন না কেউই।

পাঠ্যবই নিয়ে এই কেলেঙ্কারির পিছনে প্রথমেই যে ব্যক্তিটির নাম উচ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট সকল মহলে তিনি হচ্ছেন, বিএনপিদলীয় সাবেক এক সংসদ সদস্য। ময়মনসিংহ অঞ্চলের এই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেই পরিচিত সকল মহলে। সরকারী মহলের সঙ্গে এই সম্পর্কের কারণে বিগত দু'তিন বছর ধরে টেক্সটবুক বোর্ডে তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। বোর্ডে বিভিন্ন জনের আটকে থাকা বিল ছাড়ানোতে তদ্বির, বদলি প্রমোশন— সকল ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে একজন সব্যসাচী ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণ করেছেন। এ বছর তিনি নাকি দায়িত্ব নেন বেক্সিমকোকে বিপুল অর্থের এই কাজ পাইয়ে দেয়ার। কিন্তু প্রথমবার বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান অযোগ্য বিবেচিত হলে 'চৌধুরী' নামধারী এ ব্যক্তিটিই প্রভাব বিস্তার করেন সহজতর শর্ত নির্ধারণপূর্বক রিটেন্ডার করতে।

রিটেন্ডারের পর দরপত্রের শর্তাবলীর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে কাজ দেয়া হয় বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানকে। সে হিসাবে দায়ী ব্যক্তিদের তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরেই চলে আসে বোর্ডের শীর্ষ